আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আল্লাহর নির্দেশ: রমজানের রোযা ফরজ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারাহ ২:১৮৩-১৮৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপর রোযাকে অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করা হলো যেন তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৩)

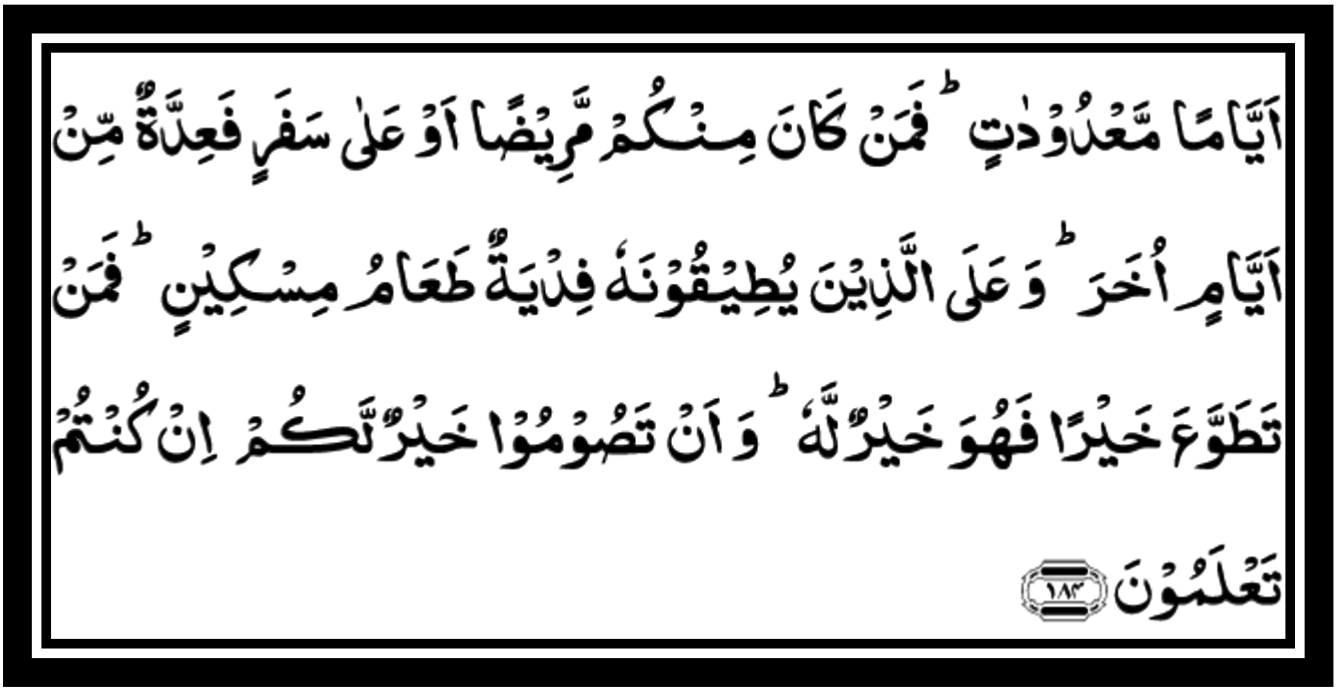
أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

এটা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির হয়, তার জন্য অন্য সময়ও সেগুলো পূর্ণ করবে; তাদের জন্য অবকাশ রয়েছে সওম পালন করার অথবা সওমের পরিবর্তে 'ফিদিয়া' হিসাবে একজন মিসকিনকে আহার করানোর; তবে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার জন্য কল্যাণ এবং তোমার যদি বুঝে থাকো তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

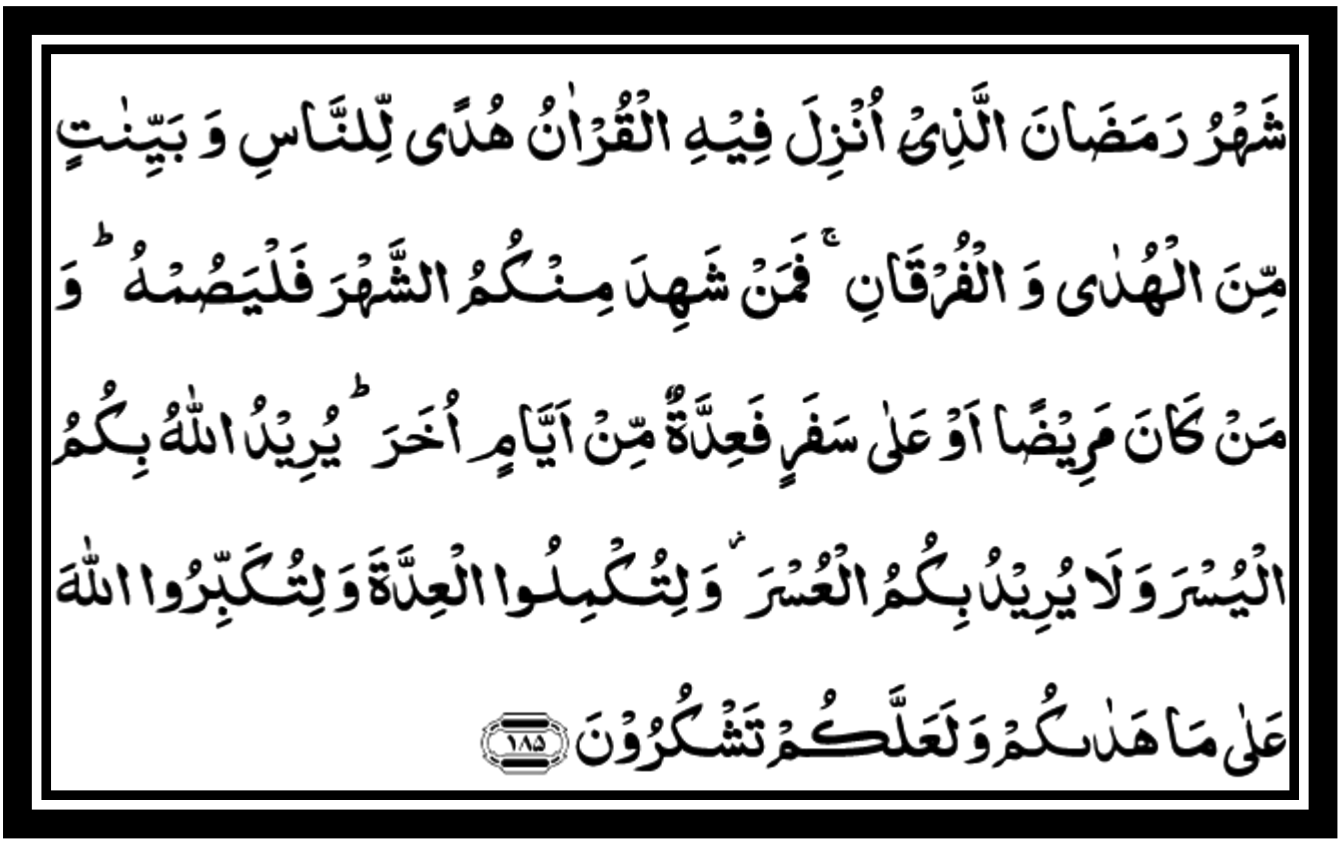
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ
مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَ
مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ
الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

রমযান মাস, যার মধ্যে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং সু-পথের উজ্জল নিদর্শন ও (হক ও বাতিলের) প্রভেদকারী কুরআন অবর্তীর্ণ করা হয়েছে, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এ মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে এবং যে ব্যক্তি অসুস্থ বা মুসাফির তার জন্যে অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে; তোমাদের পক্ষে যা সহজ আল্লাহ তাই চান ও তোমাদের পক্ষে যা কষ্টকর তা তিনি চান না এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদের যে সুপথ দেখিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৫)

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا
دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দাও: নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী; কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনি আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তা হলেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ
ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ
اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي
الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

রোযার রজনীতে আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে; তারা তোমাদের জন্যে আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্যে আবরণ, তোমরা যে আত্ম প্রতারণা করেছিলে, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন, এ জন্যে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের (অব্যাহতি দিয়েছেন); অতএব এখন তোমরা (রোজার রাত্রে) তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর এবং সকালে কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ করবার সময় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলন করো না; এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না; এভাবে আল্লাহ মানবমন্ডলীর জন্যে তার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তারা আল্লাহ ভীরু হয়। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১. (ক) ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, একদা চুল এলোমেলো এক বেদুইন রাসূল (সা:) এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন আল্লাহ আমার প্রতি কত ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন? তিনি বললেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ; কিন্তু যদি তুমি নফল পড় তবে স্বতন্ত্র কথা. অতঃপর সে বলল: আমাকে বলুন আল্লাহ আমার প্রতি কতোটি রোযা ফরজ করেছেন? তিনি বললেন পুরো রমজান মাসের রোজা রাখা; কিন্তু যদি তুমি নফল রাখে তা অন্য কথা. অতঃপর সে বলল: আমাকে বলুন আল্লাহ আমার উপর কি পরিমান যাকাত ফরজ করেছেন? রাসূল (সা:) তাকে ইসলামী শরীয়ত (ইসলামী জীবন বিধান) সম্পর্কে অবগত করালেন। সে বলল: ঐ সত্বার কসম! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ আমার উপর যা ফরজ করেছেন তার চাইতে আমি বেশীও করব না এবং কমও করব না। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে নাজাত প্রাপ্ত অথবা বললেন যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে জান্নাত লাভ করল। **(বুখারী, হাদিস নং ১৮৯১)**

খ) আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই রাসূল (সা:) বলেছেন: রোযা (গুনাহ হতে রক্ষার জন্য) ঢাল স্বরূপ, সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবেনা, জাহেলী আচরণ করবে না। আর কোন ব্যক্তি যদি তার সাথে মারামারি করতে চায়, গালমন্দ করে তাহলে সে যেন দু'বার বলে (দেখুন) আমি রোযাদার। ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ অবশ্যই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেসক আম্বরের চেয়েও উৎকৃষ্ট। সে খানা-পিনা এবং কামভাবকে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিত্যাগ করে থাকে. রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজে তার প্রতিদান দিব। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত (নুন্যপক্ষে) দেয়া হয়ে থাকে। **(বুখারী, হাদিস নং ১৮৯৪)**

গ) আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সা:) বলেছেন: যে ব্যাক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল করা পরিত্যাগ করতে পারলোনা তার খানা-পিনা পরিত্যাগ করার মধ্যে (রোযা রাখা) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। **(বুখারী, হাদিস নং ১৯০৩)**

ঘ) আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা:) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলেন: যে ব্যক্তি আমার ওলির সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করবো. আমি যা কিছু আমার বান্দার ওপর ফরজ করে দিয়েছি তার চেয়ে এমন কোন কিছু নাই যে সে তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে যা আমার নিকট অধিক প্রিয়। * আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। (আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি) তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে এবং আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে স্পর্শ করে। এবং আমি তার পা হয়ে যাই যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। এবং সে যখন আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে তখন অবশ্যই আমি তাকে দেই। এবং সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রাথনা করে তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমার কোনো কাজে আমি এতটা ইতস্তত বোধ করিনা যতটা ইতস্তত বোধ করি একজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ মনে করে অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি। **(বুখারী: ৬৫০২)**

*** টিকা: (আল্লাহ পাক বলেন আমার বান্দাহ যে সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে সে সমস্ত ইবাদতের মধ্যে আমি তাদের প্রতি যা ফরজ করে দিয়েছি তা ছাড়া অন্য কোনো ইবাদত নেই যা আমার নিকট অধিক প্রিয়. অর্থাৎ ফরজ আল্লাহর নিকট 'সবচেয়ে অধিক প্রিয়'. যেমন নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত ইত্যাদি এবং আমার বান্দাহ ফরজ পালন করার পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর এট নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, তিনি তাকে ভালোবাসতে থাকেন।)**

মিসবাহুল মুনির

(সংক্ষিপ্ত তাফসীর ইবনে ডক্টর মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান অনুবাদক কাসীর-থেকে নেয়া হয়েছে)

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/